"মিষ্টি বাচ্চারা - ভোলানাথ বাবা এসেছেন ভক্তদের ভক্তির ফল প্রদান করতে, তাদের আসা-যাওয়ার প্রভেদ শুনিয়ে মুক্তি-জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রদান করতে"

*প্রশ্নঃ - ২১ জন্মের জন্য রাজপদ-প্রাপ্তি কোন্ বাচ্চাদের হয়ে থাকে? প্রজায় কারা যায়?

*উত্তরঃ - যারা প্রকৃত সন্তান হয়ে বাবার কাছে পুরোপুরি বলিপ্রদত্ত হয়ে যায় তাদের রাজপদ প্রাপ্ত হয়, আর যারা সৎ (বৈমাত্রেয়) সন্তান হয়, বলিপ্রদত্ত হয় না তারা ২১ জন্মের জন্য প্রজায় চলে যায়। তোমরা শ্রীমতে চলে নিজের যোগবলের দ্বারা রাজতিলক প্রাপ্ত করো। এখানে অস্ত্র-শস্ত্রাদির কথা নেই। তোমাদেরকে বুদ্ধিযোগের শক্তির দ্বারা মায়াজিৎ-জগতজিৎ হতে হবে।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই ....

ওম্ শান্তি । দেখো, কি বলেন? ভক্তদের রক্ষা করেন যিনি। তাহলে অবশ্যই ভক্তরা কোনো দুর্বিপাকে পড়েছে। ভক্তদের রক্ষাকর্তা। রক্ষা কাদের করা হয়? যারা বিপাকের মধ্যে আটকে রয়েছে। সেই ভক্তদের রক্ষক হলেন শিববাবা। ভক্তদের ভক্তির ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। পরিশ্রম তো করতে হয়, তাই না ! নিয়ম বলে, পুরুষার্থের দ্বারা প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়। এখন এই দুনিয়ায় পুরুষার্থ করান যারা, তারা সকলেই হলো আসুরীয় সম্প্রদায়ের। বাস্তবে পুরুষার্থ করানোর জন্য ভালো কাউকে চাই। প্রকৃত পুরুষার্থ কেবল একমাত্র ভোলানাথ বাবাই করাতে পারেন। শরীরের লৌকিক মা, বাবা, টিচার সকলেই পার্থিব জগতের পুরুষার্থ করায়। অসীম জগতের নলেজ কেউ দিতে পারে না। কেউ অবশ্যই ব্যারিস্টার-জজ হবে, আবার পরজন্মে নতুন করে পুরুষার্থ করতে হবে। ব্যারিস্টারী তো বজায় থাকবে না। প্রালব্ধ(ফল) কিছুই তৈরী হয়নি। গুরুও কিছু শেখায়, শাস্ত্র শোনায় কিন্তু সেও অল্পকালের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়। প্রালব্ধ তো কিছুই তৈরি হয়নি। তারপর পরজন্মেও গুরু করতে হবে। এই ভোলানাথ হলেন সদ্গুরু। সদ্গুরু সর্বদা সত্যই বলে থাকেন। তিনিই এসে সত্য কথা শোনান। এ হলো সদ্গুরুর মত যার দ্বারা মুক্তি- জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। এ হলো নর-কে নারায়ণে পরিণত করার মৎ। ভোলানাথ আসা-যাওয়ার, আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বসে বলে থাকেন। আর কেউ মুক্তি, জীবনমুক্তিধামকে(স্বর্গ) জানেই না। মুক্তিধামের মালিক হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি পরমধামে থাকেন। এখন বাচ্চাদের মৎ প্রাপ্ত হয়। বাবা বার-বার বুঝিয়েছেন যে তিনি হলেন বাবা-টিচার-গুরু। শ্রীকৃষ্ণকে বাবা-টিচার-সদ্গুরু কেউ বলবে না। বাবা যখন প্রকৃত রাস্তা বলে দেন তখন অসত্য পথ পরিত্যাগ করা উচিত। গুরু (প্রথা) শুরু হয় দ্বাপর থেকে। সত্যযুগ-ত্রেতায় গুরু থাকে না। গুরু-মাতা জ্ঞান-অমৃত পান করিয়ে স্বর্গ বানিয়েছে পুনরায় ওখানে গুরুর দরকার নেই। এখন দেখো -- বাচ্চারা , তোমাদের কত ভালো মৎ নিয়ে থাকি। সকলকে বাবা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়েছেন যে ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো আর পুনরায় এরকম শ্রীকৃষ্ণের মতন দেবতা হও। আমরা জানি -- এই শ্রীকৃষ্ণ মায়াজিৎ হয়ে জগৎ জিৎ অর্থাৎ জগতের প্রিন্স হয়েছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণের চিত্র হাতে নিয়ে বোঝাবে) তোমরা কন্যারা জানো যে আমরা যুদ্ধের ময়দানে রয়েছি। মায়াজীৎ-জগতজিৎ হতে হবে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ যিনি আবার শ্রীনারায়ণ হয়েছেন আর ওঁনার সাথে আরও সমগ্র রাজধানী ছিল তাহলে তারা সকলে অবশ্যই যুদ্ধের ময়দানে ছিল, যারা মায়ার উপর বিজয়প্রাপ্ত করেছিল। ৫ হাজার বছর পূর্বে এই শ্রীকৃষ্ণ নিজের অন্তিম জন্মে যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন। তেমনই এখন এও যুদ্ধের ময়দানে রয়েছেন। তোমরাও যুদ্ধের ময়দানে রয়েছো। ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে তোমাদের এরকম হতে হবে। একে বলা হয়ে থাকে নারায়ণী নেশা। মায়াজিৎ-জগৎজিৎ হতে হবে। কত সহজ কথা। কেবল একজন দ্রৌপদী তো ছিল না। সমস্ত মাতারাই হলো দ্রৌপদী। সত্যযুগে সকলকে নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেন। ওখানে কেউ বিকারে যায় না। বলে থাকে -- অবশ্যই তাহলে বাচ্চার কিভাবে জন্ম হবে? আরে, সে তো হলো পবিত্র দুনিয়া। তোমরা সন্ন্যাসীরা ঘর-পরিবার ত্যাগ করো তখন আবার দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যায় কি ? দুনিয়া তো বাড়তেই থাকে। সন্ন্যাসীরা জানে পবিত্রতা ভালো। বিকারের সন্ন্যাস তো ভালো। সন্ন্যাস যারা নেয় তাদেরকে যারা সন্ন্যাসগ্রহণ করে না তারা মাথা নত করে গুরু হিসেবে মানে। ওই প্রকৃত সদ্গুরুর দ্বারা এই মাতারা গুরু হয়, যাদের বিজয়মালা রচিত হয়েছে। বাবা বলেন -- তোমরা পড়াশোনা করে পদপ্রাপ্ত করো। এখন বাবা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড় করিয়েছেন -- শ্রীকৃষ্ণের মতন হওয়ার জন্য। সমগ্র রাজধানী তাদের। প্রিন্স-প্রিন্সেস তো থাকবে, তাই না ! এখন তো না রাজা-মহারাজা বলতে পারবে, না প্রিন্স-প্রিন্সেস। এখন তোমাদের বাবার দৈবীমত প্রাপ্ত হয়। এখন মাতাদের জ্ঞান-কলস প্রাপ্ত হয়েছে। এই বাচ্চারা অমৃত পান করিয়ে অসুরদের দেবতায় পরিণত করে। দেবতারা পুরোনো দুনিয়ায় থোড়াই রাজ্য করবে। নতুন দুনিয়াও রচিত হচ্ছে। সেইজন্য বাচ্চারা, এখন তাড়াতাড়ি

করো। এখনো বিকারের বন্ধন, আবার দ্বিতীয় হলো কর্মবন্ধন। এর থেকে মুক্ত হতে শ্রীমতা অনুসারে চলতে হবে। বাবা বলেন -- আমায় স্মরণ করো, অশরীরী হও। এরকম নয় যে আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়। আর কোনো জ্যোতি জ্যোতিতে সমাহিত হয়েছে, সমাহিত হবেই। আত্মা সমাহিত হয়ে গেলে জড় হয়ে যাবে। আত্মা হলো অবিনাশী। শরীরকে বিনাশী বলা হয়ে থাকে। আত্মা আমার সাথে যোগাযোগ যুক্ত হয়ে পবিত্র হয়ে যায়। তারপর শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে। তা পবিত্র হয়ে যাবে তখন এই শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। তারপর পবিত্রতত্ত্বের দ্বারা পবিত্র শরীর রচিত হবে। এই শরীর পূজনযোগ্য হতে পারে না। পূজ্য তো কেবল দেবতারাই হয়। তাঁদের উপর ফুল অর্পণ করতে পারা যায়। তাঁদের শ্রী-শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়ে থাকে। শ্রী-শ্রী দুইবার কেন বলা হয়ে থাকে? কারণ সূর্যবংশীয় লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ, তাদের আত্মা ও শরীর দুই-ই হলো পবিত্র। তাদেরকে ১৬ কলা সম্পূর্ণ বলা হবে। চন্দ্রবংশীরা হলো ১৪ কলার তাই চন্দ্রবংশীয়দের কেবল শ্রী বলা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হয় -- শ্রী-শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী-শ্রী নারায়ণ। ওনারা হলেন মহারাজা- মহারানী আর রাম-সীতা হলেন রাজা-রানী। নাম্বারের অনুক্রমে যে যেমন তৈরি হয় তাদের তেমনই উপাধি প্রাপ্ত হয়। এখানেও মহারাজারা আর রাজারা রয়েছে। বড়কে মহারাজা বলা হয়ে থাকে। রাজারা মহারাজাদের সামনে মাথা নত করবে। মহারাজা হলো প্রথমে। রাজা হলো পরে। তাহলে এখন শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। শ্রী শ্রী জগদ্গুরু। এ হলো রুদ্রমালা, তাই না ! জগতের মালিকও হলেন তিনিই। টিচারও হলেন তিনিই, তো গুরুও হলেন তিনিই । এমন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তারা বলে -- বন্ধন থেকে কেউ মুক্ত করো। (তোতার মতন) আরে, ভগবান বলেন এখন আমি তোমাদের নিয়ে যেতে এসেছি, তোমরা কেবল আমার আঙ্গুল ধরো। তিনি যা বলেন তাই করো, পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। এই কবরখানাকে আর কি স্মরণ করবে। থাকতে অবশ্যই এখানে হবে কিন্তু কেবল বুদ্ধিযোগ ওখানে যুক্ত করতে হবে। একেই বলা হয়ে থাকে শান্তিধাম, সুখধামকে স্মরণ করা। নষ্টমোহও হতে হবে। তিনি হলেন পতিদেরও পতি, পিতারও পিতা, গুরুরও গুরু। তাই এমন(শ্রীকৃষ্ণ) হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। কল্প পূর্বেও পুরুষার্থ করেছিলে আর সত্যযুগের রাজধানী স্থাপন হয়েছিল। পুনরায় হতে চলেছে। এতে পবিত্র থাকতে হবে। স্বামী যে সেবা বলে, তা তোমরা করো এছাড়া কেবল পবিত্র থাকতে হবে। পবিত্র না হলে তখন বৈকুন্ঠের মালিক হতে পারবে না। বাচ্চারা, এখন বাবা এসে তোমাদের স্বর্গবাসী বানিয়ে দেন। পতিতদের পবিত্র করেনও তিনিই। জগতের মালিকও হলেন তিনিই।

এখন তোমরা কন্যারা জ্ঞানধনের দ্বারা মনুষ্যদের দেবতায় পরিনত করো। এ হলো নলেজ। বুদ্ধিতে কত আলো এসে গেছে। আর কারোর এই নলেজ নেই। সকলেই দুয়ারে-দুয়ারে ধাক্কা খেতে থাকে। এখানে আমাদের বাবা কত সাইলেন্সে বসিয়ে দিয়েছেন। বাবা বলেন -- মৃত-সম হয়ে গেলেও তথাপি বসে শোনো। জ্ঞান-অমৃত মুখে থাকে, শিববাবার স্মরণ থাকে তবেই যেন প্রাণ দেহ থেকে নির্গত হয়। তারপর অন্তিমে যেমন মতি তেমনই গতি হয়ে যাবে। নাহলে না বিকর্ম বিনাশ হবে, না মোহজিৎ হতে পারবে। শুধু শুধুই ভক্তির ফল নষ্ট করে দেবে। সকলেই হলো ভক্ত, তাই না! মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। রক্ষাকর্তা হলেন ভোলানাথ শিব। রক্ষা করতে এসেছেন সেইজন্য ওঁনার রায় অনুসারে চলতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের কুলে যেতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন ফুল পাশ (পুরোপুরি উত্তীর্ণ), সম্পূর্ণ চন্দ্রমা। যখন চন্দ্রবংশীয়দের সময় আসে তখন তারা নিজেদের রাজ্য নিয়ে নেয়। তাহলে অনুত্তীর্ণ কেন হবে? ফুল পাস হতে হবে তাই পুরুষার্থ করো। ভয় পাওয়ার মতন কাজ নয়। নির্ভয়-বৈরিতাহীন হতে হবে। বোঝাতে তো হবে, তাই না ! যারা বলে ভগবান সর্বব্যাপী তারাই ভারতকে এমন দুর্দশায় নিয়ে এসেছে। ভগবান তো হলেন একজনই ভোলানাথ, যিনি হলেন সকল ভক্তদের রক্ষাকর্তা। শ্রীকৃষ্ণের আত্মা এখন এখানে রয়েছে। এখন কিছু তো বোঝো, এ হলো অনেক বড় লটারি। এ হলো ঘোড়দৌড়। আমাদের দৌড়াতে হবে বুদ্ধিযোগের দ্বারা। যত আমরা দৌড়বো ততই তাড়াতাড়ি বাবার কাছে পৌঁছবো। বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বার-বার বুঝিয়েছেন -- আমরা যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। মানুষ বলবে অস্ত্র-শস্ত্রাদি কোথায় -- যে সমগ্র সৃষ্টির উপর বিজয় প্রাপ্ত করবে ? (বাবা অ্যাক্ট করে দেখিয়েছেন) আমরা বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা মায়াজীৎ-জগতজীৎ হতে চলেছি। আমরা যোগে বসে রয়েছি অর্থাৎ শিববাবার স্মরণে রয়েছি। বুদ্ধি ওখানেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। পতিদেরও প্রতি বলেছেন -- পতিব্রতা হবে, আর কাউকে স্মরণ করবে না। যোগযুক্ত হতে হতে পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত করতে হবে। কন্যাও পতিকে স্মরণ করে, তাই না ! সে তো হলো দেহধারী। পরমাত্মা হলেন অশরীরী, তাঁকে বুদ্ধির দ্বারাই স্মরণ করতে পারা যায়। দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হয়ে যাবে। বুদ্ধিতে চক্র তো আবর্তিত হতে থাকে। আমরা আপন স্বর্গধামে অবশ্যই পদার্পণ করবো। সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয়, তারপর বৈশ্য, শূদ্রবংশীয় হবো। তারপর বাবা এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ বানাবেন। এমন-এমনভাবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। বাচ্চারা বাগানে গিয়ে পড়াশোনা করে। তোমরাও একান্তে বসে শিববাবাকে স্মরণ করো। আমাদের পুরোনো হিসেব-নিকেশ মেটাতে হবে তারপর আমরা রাজত্ব করবো। এখন আমরা যুদ্ধের ময়দানে রয়েছি। তারপর আমরা ভারতে অটল-অখন্ড, সুখ-শান্তির রাজ্য করবো। উই আর অ্যাট

ওয়ার (আমরা যুদ্ধে রয়েছি)..... আমরা সকলেই লড়াইয়ের ময়দানে রয়েছি। এ'সব হলো যোগবলের কথা। এতে কষ্টের তো কিছু নেই। কেবল বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। তারপর অটোম্যাটিক্যালি রাজত্বের তিলক লেগে যাবে। বরদান প্রাপ্ত হয়ে যায় -- আয়ুষ্মান ভব, পুত্রবান ভব। ওখানে ধন ইত্যাদি সব প্রচুর পরিমাণে থাকে। প্রথম থেকেই সাক্ষাৎকার হয় যে সন্তান আসবে। ওখানে প্রকৃত ভালোবাসা বিরাজ করে। বিকারের কথাই নেই। ওটা হলোই নির্বিকারী দুনিয়া। শ্রীকৃষ্ণকে দেখো -- কত ফার্স্টক্লাস মিষ্টি। এখন এইরকম হতে হবে। তোমাদের পাটরানী হতে হবে। মীরা তো কেবল ভজন গাইত, তার ভগবান প্রাপ্তি থোড়াই হয়েছিল ! ওটা তো হলোই ভক্তিমার্গ। মীরাও এখন কোথাও না কোথাও রয়েছে। সেও হয়তো জ্ঞান নিয়েছে, যদি পাক্কা ভক্ত হয়ে থাকে। আমরাও দ্বাপর থেকে ভক্তি করে এসেছি, তাই না ! বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে -- শিববাবা আমি তোমার। তোমার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেব। আমি তোমার কাছে বলিপ্রদত্ত হয়ে যাই। তাহলে বাবাও ২১ বার বলিপ্রদত্ত হয়ে যাবেন। যদি বলিপ্রদত্ত না হয়, সৎ-সন্তানে (সৌতেলে) পরিগণিত হবে তখন ২১ বারই প্রজায় আসবে। বাবা বলেন --তোমরা আমায় স্মরণ করো তাহলে আমিও সহায়তা করব। সহায়তা তো অবশ্যই আপন সন্তানদেরই করবেন, অন্যদের কি করবেন ! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের সমান জগৎজিৎ হতে হবে। এই যুদ্ধের ময়দানে সদা বিজয়ী হতে হবে। পরাজিত হবে না।

২) শ্রীমতানুসারে নিজেকে বিকারের বন্ধন আর কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত করতে হবে। অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। বুদ্ধিযোগের দৌড় (রেস) লাগাতে হবে।

বরদানঃ- চেহারার দ্বারা সম্পন্ন স্থিতির ঝলক (চমক) এবং ফলক(চিত্র) প্রদর্শনকারী সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন ভব

সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো -- সদা সুখ-শান্তির, খুশির, জ্ঞানের, আনন্দের দোলনায় দুলতে থাকা। সর্বপ্রাপ্তির, সম্পন্ন-স্বরূপের অবিনাশী নেশায় স্থিতু হয়ে থাকা। চেহারায় প্রাপ্তিই প্রাপ্তি থাকে, সেই সম্পন্ন স্থিতির ঝলক আর ফলক দেখা যায়। যেমন স্থূল ধনে সম্পন্ন রাজাদের চেহারাতেও সেই চমক ছিল, এখানে তো অবিনাশী প্রাপ্তি হয়, তাই প্রাপ্তির রুহানী ঝলক আর ফলক চেহারার মাধ্যমে যেন প্রদর্শিত হয়।

স্লোগানঃ- সৌভাগ্যশালী সেই, যে সদা খুশিতে থেকে, খুশির খাজানা বন্টন করতে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent

4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;